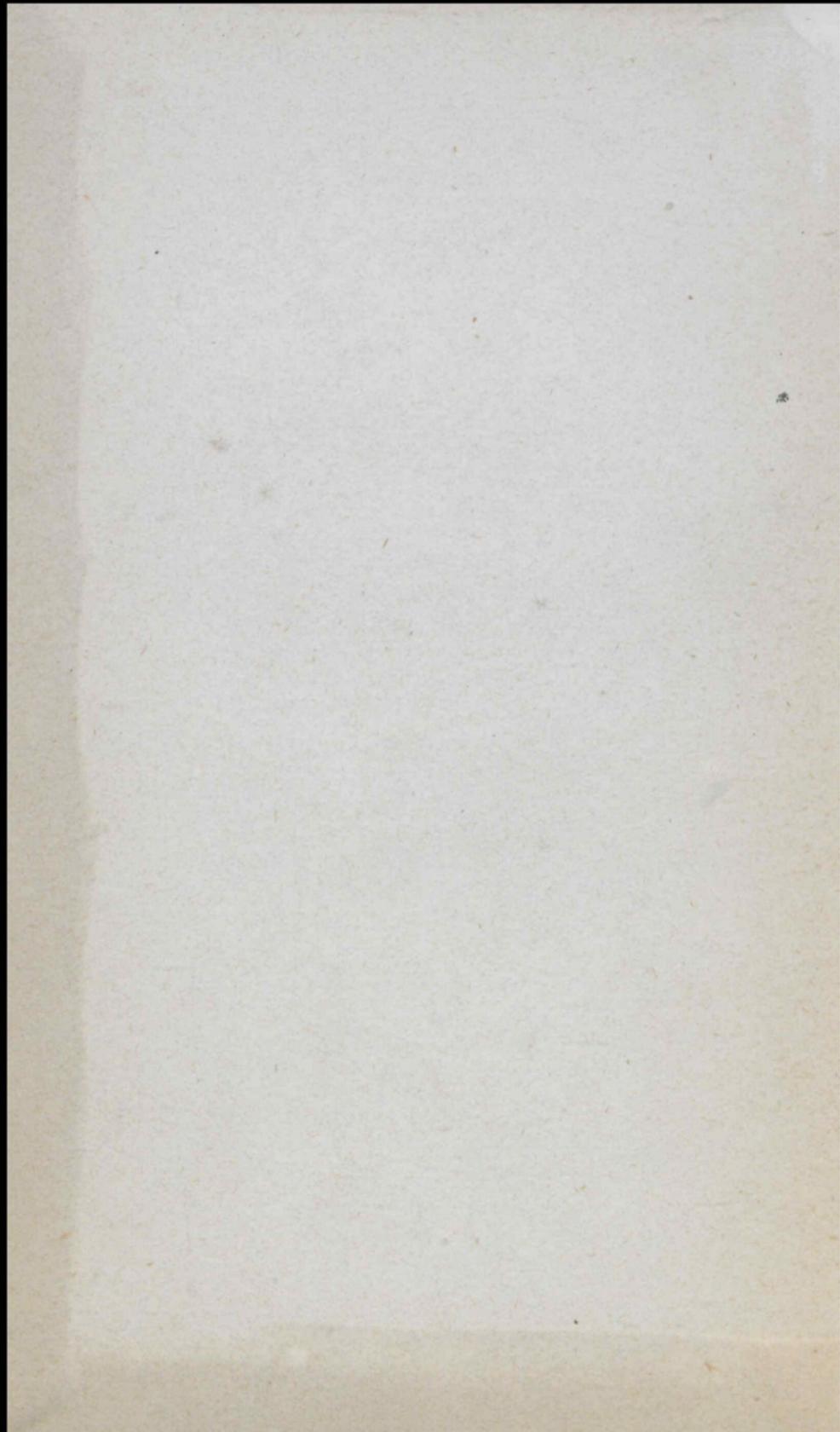
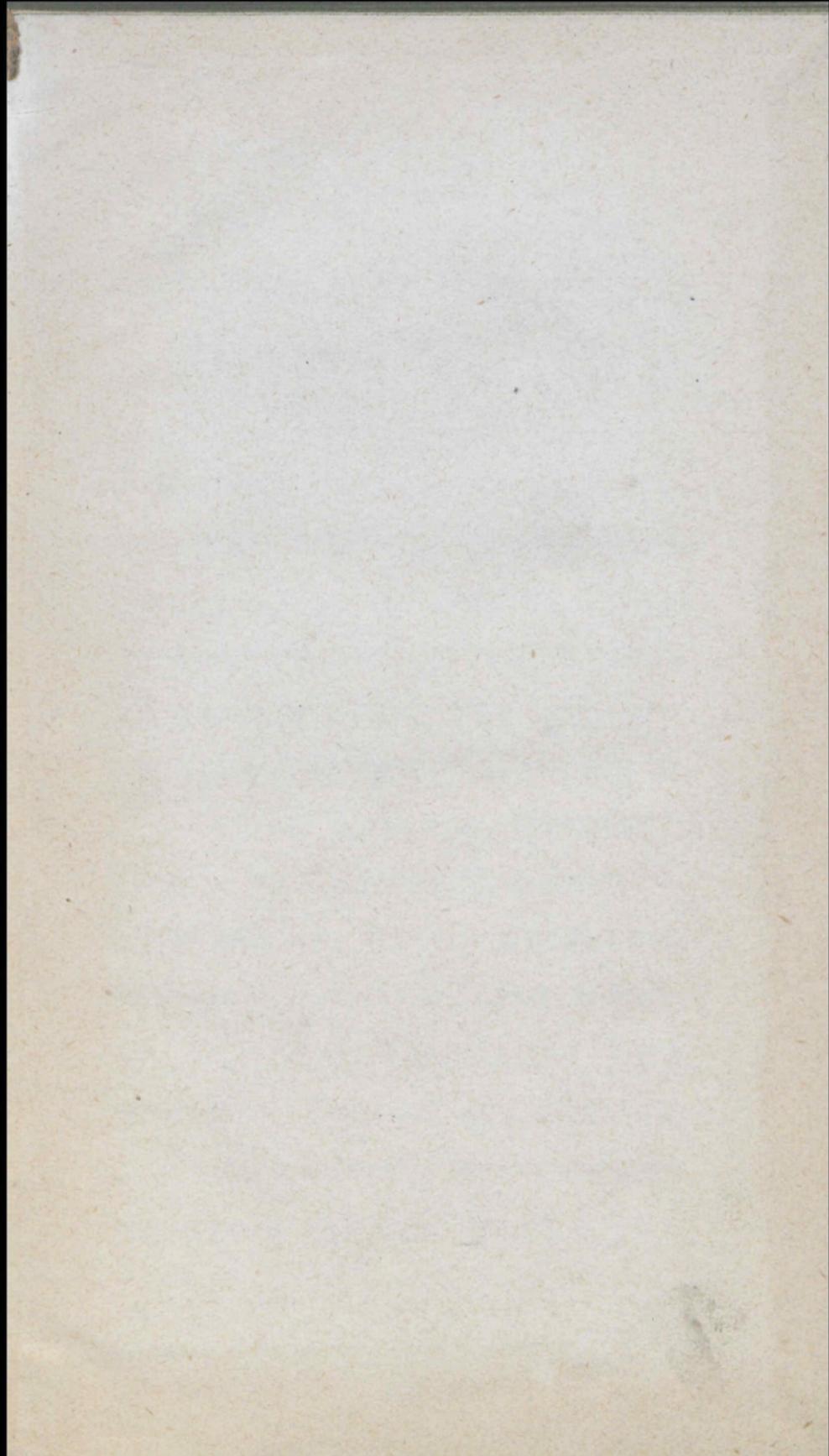




Beng
547





14123. d. 2.

Churnak

Beng. 5117

Ajant idolety
by Ran Moha Ray,

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক

উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পর-
মেশ্বর এক মাত্র সর্বত্র ব্যাপী আমারদিগের
ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেন, তাহারই উপাসনা
প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নাম
রূপ সকল তাহার কার্য্য হয়। পুরাণ এবং
তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি ম-
নের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়া-
ছেন, তবে পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দে-
বতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে
লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ
এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত
আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন,
যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অ-
শক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি হৃদয়ে প্রবৃত্ত না

হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক ; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাণ্টনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই । ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরের শ্লোকেতে দেওয়া যাইতেছে ।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলম্যাসরীরিণঃ । উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥ রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যাং শাদিককল্পনা ।

স্মার্তধৃতযমদগ্নেৰ্চনং ॥

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয় ॥

রূপনামাদিনির্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ । অপক্ষযবিনাশাত্যাং পরিণামার্ভিজন্মভিঃ । বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥

বিষ্ণুপুৰাণে ১ অংশে ২ অধ্যায়ে ॥

রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ এবং জন্ম হীন পরমাত্মা হইয়ন, কেবল আছেন এইমাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায় ॥

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং । কাষ্ঠ-
লোফেষু মূৰ্থাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥

স্মার্তধৃতশাতাতপবচনং ॥

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর
বোধ দেবজানিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর
বোধ মূৰ্খেরা করে, পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জানিরা
করেন ॥

বিদিতে তু পরে তত্ত্বের বর্ণাভীতে ছবিক্রিয়ে । কিস্ক-
রস্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥

কুলার্ণবঃ ৯ উল্লাসঃ ॥

ক্রিয়া হীন বর্ণাভীতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে
মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসস্ব প্রাপ্ত
হয়েন ॥

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিবমৈরলং । তালবৃশ্চেন
কিং কার্যং লব্ধে মলযমারুতে ॥

কুলার্ণবঃ ॥

পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না,
যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোন কা-
র্য্যে আইসে না ॥

এবঙ্গুনানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ । কল্পিতান
হিতার্থায় ভক্তানাম্পমেধমাং ॥

মহানির্ঝাণং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অঙ্গ বুদ্ধি
ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে ॥

অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে স্পষ্ট
কহিতেছেন যে যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট সক-
লেই জন্য এবং নশ্বর । জন্য এবং নশ্বর বস্তুতে
ঈশ্বর বুদ্ধি করা হইতে আর অধিক কি ভ্রম
হইতে পারে ?

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএবচ । কারিতাস্তে যতোহ-
তস্তাৎ কঃ স্তোতুৎ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥

বিষ্ণুর ও আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু
শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব
করিতে পারে ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতযঃ । সর্কে নাশৎ
প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥

কুলার্ণবঃ ১ উল্লাসঃ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীর বিশি-
ষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন, অতএব আপন আপন
মঙ্গল চেষ্টা করিবেন ॥

এইরূপ ভুরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের
প্রয়োজন নাই । যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে

লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাস্য
করিয়া বর্ণন করেন, পরে কহেন যে এ কেবল
ছূৰ্বলাধিকারির মনঃস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা
মাত্র করা গেল, তবে ঐ পূৰ্বের লক্ষ বচনের
সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না? আর যদি
পুরাণতন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচা-
রের দ্বারা নানা দেবতাকে এবং দেবতার
বাহনকে আর অনাদি যাবদ্বস্তকে ব্রহ্ম
করিয়া কহিয়া পুনরায় কি জানি এ বর্ণ-
নের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন
যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর
হয়েন, তবে তাবৎ পূৰ্বের বাক্যের মীমাংসা
পরের বাক্যে হয় কি না?

যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে স-
হস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন, আর কাহা-
কেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন, অ-
তএব যাঁহারদিগকে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহি-
য়াছেন তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন । উত্তর ।

যদি পুরাণাদিকে সত্য কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্যরূপে মানিতে হইবেক, যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়। পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয়; কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই।

যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যেকপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্তব্য। তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” “আত্মৈবোপাসীত” এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা

শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর যদি কহ ব্রহ্ম
জ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কৰ্মসাধ্য বহু যত্নে
হয়, ইহার উত্তর এই যে, যে বস্তু বহু যত্নে হয়
তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সৰ্বদা যত্ন আবশ্যিক
হয়, তাহার অবহেলা কেহ করে না তুমি
আপনিই ইহাকে কৰ্মসাধ্য কহিতেছ অথচ
ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম ক-
রিলে ক্রোধ কর।

যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত
বটে, ও সম্ভবও বটে এবং দেবতাদিগের উপা-
সনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপা-
সনা সন্ন্যাসির কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা
গৃহস্থের কর্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এই
রূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না, যে-
হেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্র-
ভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্তব্য
এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ
লিখিতেছি।

কৃৎস্নভাবান্তু গৃহিণোপসংহারঃ ।

বেদান্তসূত্রং ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৪৮ সূত্র ॥

কর্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে ॥

যথোক্তান্যহপি কৰ্ম্মাণি পরিহায দ্বিজোত্তমঃ । আত্ম-

জ্ঞানে শমে চ স্যাৎবেদান্ত্যাসে চ যত্নবান্ ॥

মনুঃ ২২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

শান্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্র-
হ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর বেদান্ত্যাসে ব্রা-
হ্মণ যত্ন করিবেন ॥

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সৰ্বদা । নৃযজ্ঞং

পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ২১ ॥

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ । অনীহমা-

নাঃ সততমিন্দ্রিযেষু ব জুহ্বতি ॥ ২২ ॥

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণান্ প্রাণে বাচঞ্চ সৰ্বদা । বাচি

প্রাণে চ পশ্যন্ত্যোযস্তনির্কৃতিমক্ষয়াৎ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানে নৈবাপরে বিপ্রায়জন্ত্যো তৈর্কর্মেণৈঃ সদা । জ্ঞানমূ-

লাৎ ক্রিয়ামেষাৎ পশ্যন্ত্যো জ্ঞানচক্ষুযা ॥ ২৪ ॥

মনুঃ ৪ অধ্যায় ॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ

যজ্ঞকে সৰ্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না ॥

যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠা-

নের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির

চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃশ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তা-

হার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থের বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহা করেন ॥ ২২ ॥

কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফল দায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কথা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না, এইহেতু কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ - আর জানের উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩ ॥

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ জানচক্ষুদ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্ম মূলক হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

ন্যাযার্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ । শ্রীক্ষকুৎ
সত্যবাদী চ গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥

যাজবল্ক্যস্মৃতিঃ ॥

ন্যায্য কর্ম দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জন করেন, আর অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন, এবং শ্রদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, আর সর্কদা সত্য বাক্য কহেন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আমল্ল হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়॥

অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক অথবা কর্ম ত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে ; বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হইতেছে ।

যদি বল ব্রহ্ম অনির্কচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন । ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে পারে ।

তাহার কারণ এই। পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহারাদিগের অনেকেই বিশেষ মতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম রূপে জানিয়া থাকেন, কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম এবং ব্রত, যাত্রা, মহোৎসব আছে, সুতরাং ইহার বুদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি, অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণা সর্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন; এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয় কর্মাস্থিত ব্রাহ্মণ তাঁহারাদিগের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারাদিগের আত্মাদ হইতে পারে? আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং ইন্দ্রিয়াদিকে যথা উপযুক্ত রূপে নিয়োগ করা, বুদ্ধি চালনার এবং মন সংযত করার অপেক্ষা রাখে

সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয়, অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আলস্য হেতু এবং মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তির বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না, অতএব আপনার দিগের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়? এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন, আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয়, তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না; আপনার বংশের পরম্পরা

মতে কেহ বা আপনার চিত্তের যেমন প্রাশ-
স্ত্য সেইরূপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কহিয়া
থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল
পাইব । কিন্তু এক জনের অমূলক বিশ্বাস
দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ছুঙ্কের বিশ্বাসে বিষ
খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ
করে ।

বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া
শাস্ত্র সম্মত এবং সত্য কাল অবধি শিষ্ট
পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন
কোন দেশে তাহার প্রচারের ক্রটি জ-
ন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানে-
তে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়
এবং হাস্য আমোদ না জন্মে তাহার অনু-
ষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন
যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি ?
কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব শিষ্ট পরম্প-

রার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব প্রকারে অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম করেন, সে সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম, যাহা পূর্ব পরম্পরার বিপরীত, এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত, আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছৃঙ্খল করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্র পূর্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহ্বারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়?

এইরূপ নানা প্রকার কৰ্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্টি
পরম্পরা বিরুদ্ধ হয়, তাহা প্রত্যহ করা যাইতে-
ছে। আর শুভ সূচক কৰ্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী
রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্য-
নন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া
আসিতেছিল ; তাহাতে যদি কহ যে এ উ-
ত্তম কৰ্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে, যদিপিও প-
রম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্তব্য বটে। ই-
হার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কৰ্ম্ম পর-
ম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্তব্য হয় তবে
সৰ্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি
পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প
কাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের
ন্যূনতা জন্মিয়াছে, তাহা কর্তব্য কেন না
হয় ?

শুনিতে পাই যে কোন কোন ব্যক্তি ক-
হিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে
শাস্ত্র প্রমাণে সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া

পঞ্চ চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এসকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার উত্তর। বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি, এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগ-বশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট আছে। অর্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অর্জুন ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন।

বহির্ক্যাপারসংরম্ভোহাদি সঙ্কল্পবর্জিতঃ ।

কর্ভা বহিরকর্ভাস্তরেবদ্বিহর রাঘব ॥

যোগবশিষ্ঠ্যঃ ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্তা দেখাইয়া আর

অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্তা জানিয়া হে রাম লোক
যাত্রা নির্কাহ কর ॥

রামচন্দ্রও ঐ সকল উপদেশের অনুসা-
রে আচরণ সর্বদা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উ-
ত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি
ব্রহ্ম জ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণে সকলকে ব্রহ্ম জা-
নিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু
মিত্রের বিবেচনা কেন কর? সে ব্যক্তি যদি
দেবীর উপাসক হয়েন, তবে তাঁহাকে জি-
জ্ঞাসা কর্তব্য, যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী
করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, আর কহিতেছ।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য ॥

তুমি সর্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও ॥

তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান
করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ ক-
রিয়া কেন জান? সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হ-
য়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে তো-
মার বিশ্বাস এই যে

সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণং

যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় ॥

একাংশেন স্থিতোজগৎ

গীতা ১০ অধ্যায় ৪২ শ্লোক ॥

আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি ॥

তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্বত্র
জানিয়াও পক্ষ চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন
কর? এইরূপ সকল দেবতার উপাসক-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাহারা
দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমারদিগের
পক্ষে হইবেক। আর কোন কোন পণ্ডি-
তেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্ম জ্ঞানি
কহাও তাহার মত কি কৰ্ম করিয়া থাক?
এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্তব্য এ ধর্মের
তাহা আমারদিগের হইতে হয় না, তা-
হাতে আমরা সর্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু
শাস্ত্রের ভরসা আছে।

পার্থ নৈবেহ নামুক্ত বিনাশস্তম্য বিদ্যতে।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

গীতা ৬ অধ্যায় ৪০ শ্লোক ॥

যে কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাশে হৃৎস্বার্থ রূপ যজ্ঞ না করিতে পারেন তাঁহার ইহলোকে পাতিত্যা পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু হে অর্জুন শুভকারির কদাপি দুর্গতি জন্মে না ॥

কিন্তু ঐ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশও করেন কিনা? বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাস্ত্রের যে যে ধর্ম তাহার শতাংশের একাংশও বৈষ্ণবেরা শৈবেরা এবং শাস্ত্রেরা করিয়া থাকেন কিনা? যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমারদিগকে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এক্ষণ ব্যঙ্গ কেন করেন?

ব্রাহ্মণ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদুাণি পশ্যতি ।

আত্মনোবিলুমাত্রাণি পশ্যন্নাপি ন পশ্যতি ॥

পরের ছিদ্র সর্বথা মাত্র লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র
বিলু মাত্র হইলেও দেখিয়াও দেখেন না॥

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান
যত্ন পূর্বক করেন, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে
উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও
উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ
কেহ কহেন যে বিধিবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে
ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।
তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কহেন যথা বিধি
চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা হয়,
অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখি-
লেই নিশ্চয় হইবেক, যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার
হইয়াছে ; যেহেতু কারণ থাকিলেই কা-
র্যের উৎপত্তি হয়, তবে সাধনা, অথবা
সংস্কার, অথবা পূর্ব সংস্কার, অথবা গুরুর
প্রসাদ, ইহার মধ্যে কি কারণের দ্বারা চিত্ত
শুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কি রূপে কহা
যায়? অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন,

তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে
তন্মুখে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন।

শাস্ত্রোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোযতিঃ ॥

এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নানাথা ॥

তত্র ৭ ॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং বিনয়ী হয়, সর্বদা শুচি
হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, আর ধারণাতে পটু, শক্তিমান, আচা-
রাদি ধর্ম বিশিষ্ট, সুন্দর বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সংযত হয়,
সেই ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয় ॥

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ অধি-
কারি দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না? যদি
আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার
প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রতি কি
বিচারে তাঁহারদিগের এ প্রশ্ন শোভা পায়?
ব্যক্তির যাগ যজ্ঞ কর্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্র-
কারে হয়, এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির
কর্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে, দ্বিতীয়
নাস্তিক মূতরাং কর্ম করে না, তৃতীয় কুতা-
কৃত শাস্ত্রজ্ঞান রহিত, যেমন অন্ত্যজ জাতি

তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন কৰ্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিয়া ইহার ভূমিকাতে কোন স্থানে এমত লেখা নাই, যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কৰ্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কৰ্ম ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তির দিবেন না, যেহেতু তাহারা দেখিতেছেন, যে ভাষা বিবরণের পূর্বে এ রূপ কৰ্ম ত্যাগি লোক সকল ছিল। বেদান্তের ভাষা বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রস্তু হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মনু আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা

অসুয়া এবং পক্ষপাত এসকল পীড়া হইতে
মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর ।

(৩৫)

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষাবিবরণের
ভূমিকার চূর্ণক

পুৰুষের অথবা সংপ্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহার কর্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যাহ করেন, এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া যে এক নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ব শক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের একপনানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না তাহা জানেন । এবং সেই পরম কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন । পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা রূপে কেবল বোধগম্য হইয়েন, ইহা বেদান্তে কহেন ।

যতোবাইমানি ভূতানি জাযন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসং বিশন্তি তদ্বিজ্জিহাসস্ব তদব্রহ্মেতি ॥

তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ঋতিঃ ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তাঁহাকে
জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম হইবেন ॥

এই রূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মা-
ণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ
যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ ক-
রিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক,
যে এই নাম রূপময় জগৎ কেবল সত্য স্বরূপ
পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই-
তেছে । তিনি আছেন, এই মাত্র জানা
যায়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জানা
যায় না । যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ
ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে সকলের বিশ্বাস
আছে, কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয়,
ইহা কেহ জানে না, সেই প্রকার মনের অধি-
ষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অ-
গোচর পরব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না ।

পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

যতোবাচোনিবর্জিত্বৈ অপ্ৰাপ্য মনসা সহ।

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবল্লী শ্রুতিঃ ॥

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কখনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হইয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাত্মমনোগতং।

তদেব ব্রহ্ম অং বিষ্ণি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

তলবকারশ্রুতিঃ ॥

যাহার স্বরূপকে মনের দ্বারা লোকে জানিতে পারে না আর যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে সেই ব্যক্তির কর্তব্য এই যে কোন শ্রুতি বা প্রণবের অবলম্বন দ্বারা সর্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হইয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ

হয়। অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের
প্রতি ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মো-
পাসনার বিধি সর্বত্র উপনিষদে আছে।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি ॥

কঠশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্র-
ণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রণবোধনুঃ শরোহাওয়া ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্বব্যং শরবন্তন্যযোভবেৎ ॥

মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাওয়াকে শর করিয়া আর
পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, অতএব প্রমাদ শূন্য
চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্য স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জী-
বাওয়াকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত মিলিত
হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে
ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক ॥

ক্ষরন্তি সর্দাবৈদিকোজুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।

অক্ষরং অক্ষয়ং জেযং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥

মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক ॥

বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাজন সকলই স্বভাবতঃ
এবং ফলতঃ নাশকে পাইবে কিন্তু জগতেরপতি যে ব্রহ্ম
তৎস্বরূপ ঐ কারের নাশ কদাপি হয় না ॥

ওঁ তৎসদিতিনির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ । ব্রাহ্মণা-
স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

গীতাস্মৃতিঃ ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক ॥

ওঁকার আর তৎ এবৎ সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দেশ হয় তিনি ব্রাহ্মণ সকলকে বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্মাণ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কি রূপে দুর্ভলাধিকারি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ঐকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন। এই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা, তিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য হইবেন। অতএব ওঁকারের অর্থ যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা তাহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ কর্তব্য, যেহে-

তু বেদান্তে পাওয়া যাইতেছে যে “ আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিখ্যা-
সিতব্যঃ ” ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র ৭ ॥

উপাসনার অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক ।

জপো নৈব তু সংসিধ্যৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক ॥

প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন,
ইহাতে সংশয় নাই, অন্য বৈদিক কর্ম করুন অথবা না
করুন তাহাতে দোষ হয় না, যেহেতু ঐ জপ কর্তা ব্যক্তি স-
কলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ইহা বেদে কহেন ॥

যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল
ইত্যাদির নিয়ম আছে সে রূপ নিয়ম সকল
আত্মোপাসনায় নাই ।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র ৭ ॥

যে কোন দেশে যে কোন কালে মনের স্থিরতা হয়
তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্মের ন্যায় আত্মোপা-
সনান্তে দেশ কাল দিক্ একালের নিয়মই নাই ॥

ব্রহ্মোপাসক সর্বদা কাম ক্রোধ লোভ
ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অ-
সূয়া ইর্ষ্যা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া
তাহার প্রতীকারের চেষ্টা সর্বদা করিবেন ।

শমদমাদ্যপেতঃ স্যানুথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়জ্ঞাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ২৭ সূত্রং ॥

জ্ঞান সাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্মের অপেক্ষা করে না,
জ্ঞান সাধনের সময় শম দমাদি বিশিষ্ট হইবেক, যেহেতু
জ্ঞান সাধনের প্রতি শম দমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহি-
যাছেন । অতএব শম দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ॥

শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি । দম
বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি । সূত্রে যে
আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি
তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয় । জ্ঞান সা-
ধনের কালে বিহিত কর্মের ত্যাগকে উপরতি
কহা যায় । তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি ।
আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃ-
দ্ধিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান

কহি । ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয় নি-
গ্রহকে আত্ম জ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়া-
ছেন ।

যথোক্লান্যপি কৰ্ম্মাপি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ । আ-
ত্মজ্ঞানে শম্বে চ স্যাৎসেদাভ্যাসেচ যত্নবান্ ॥

মনুঃ ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কৰ্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রা-
হ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর
প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক ॥

যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্বে ও জ্ঞান সা-
ধনের সময় অত্যাবশ্যক এবং যাহা ব্যতি-
রেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে
দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন ।

সত্যমায়তনং ॥

কেনজ্ঞতিঃ ॥

জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপ-
নিষদের অর্থ সফূর্তি হয় না ॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং । অশ্বমেধসহ-
স্রাত্ত্ব সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥

মহাভারতং ॥

এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এ দুয়ের মধ্যে কে
ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক
সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্য গুরুতর হইলেন ॥

অতএব ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের
অনুষ্ঠান সর্বদা করিবেন । ব্রহ্মোপাসকেরা
এক সর্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক-
কে অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখি-
বেন না ।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মবলী ॥

আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও
ভীত হয়েন না ॥

যোব্রহ্মাণ্য বিদধাতি পূর্কং যোবৈ বেদাংশ্চ প্র-
হিণোতি তস্মৈ । তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমু-
ক্ষুর্কে শরণমহং প্রপদ্যে ॥

শ্বেতাস্বতরঃ ॥

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করি-
য়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্র-
কাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশ স্বরূপ সকলের বুদ্ধির অ-
ধিষ্ঠাতা পর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই, যেহেতু আমি মুক্তির
প্রার্থনা করি ।

ন তস্য কশিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ
তস্য লিঙ্গং । সকারণং করণাধিপাধিপোন চাস্য
কশিচ্ছ্রুতানিতা ন চাধিপঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

পরব্রহ্মের পালন কর্তা এবং তাঁহার শাসন কর্তা অন্য
কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তিনি বিশ্বের
কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ
জনক এবং প্রভু নাই ।

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং প-
রমঞ্চ দৈবতং । পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যং ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই
পরমাত্মা হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের
তিনি পরম দেবতা হয়েন আর যত প্রভু আছেন তাঁহার-
দিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন ।
অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্ববনীয় প্রকাশ
স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি ॥

বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে
পারে ।

অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টিঃ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৩৬ সূত্রং ॥

বর্ণাশ্রমাচার হীন ব্যক্তিরও ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে অধিকার আছে বৈক্য বাচকুবী প্রভৃতি যাঁহারা অর্ণাশ্রমি ছিলেন তাঁহাদেরিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখা যাইতেছে।

নাম রূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা সর্বদা অকর্তব্য।

আত্মোত্ত্যোবোপাসীত ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

কেবল পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক ॥

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেযাং স
ভবতি যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহসাবন্যো-
হমস্মিন সবেদ যথা পশুরেবং সদেবানাং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ঠ করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও আরাধ্য হয় আর যে কোন ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য প্রকার আমি অন্য প্রকার হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদিগের পশু মাত্র হয় ॥

নাম রূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন

যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র
জানিবেন ।

ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কৰ্মাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ৫ সূত্র ৭ ॥

আদিত্যাদি যাবৎ নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করি-
তে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না
যেহেতু আদিত্যাদি যাবৎ নাম রূপ হইতে সক্রপ পর-
ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হইয়ন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া
রাজার দাস বর্গের প্রতি রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রা-
জ্যেতে দাস বুদ্ধি করিবেক না ।

নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা
করিয়া মুক্ত হইবার বাসনা কদাপি করিবেন
না যেহেতু আত্ম জ্ঞান বিনা মুক্ত হইবার
অন্য কোন উপায় নাই ।

নান্যঃ পন্থাবিদ্যাতেহঘনায় ॥

শ্রুতিঃ ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ । তাংস্তে
প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ ॥

অসূর্য্য লোক সকল যাহা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত
আছে সেই সকল লোককে আত্ম হাতি অর্থাৎ আত্ম জ্ঞান

রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম করিলে উত্তম লোকে পায়েন আর অশুভ কর্ম করিলে অধম লোকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হইয়েন না।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী
বিনশ্চিঃ ॥

তলবকারশ্রুতিঃ ॥

এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূরোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহ লোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূরোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়।

যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ী ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা, রূপ বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুর্গোচর হইয়েন এমত অপবাদ দিবেন না আর তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমত অপবাদ ও দিবেন না তাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে এবং তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমত অপবাদ ও দিবেন না।

(৩৭)

নিষ্কলং নিষ্ক্লিষং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

অবয়ব শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত
এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হইলেন ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারমং নিত্যমগন্ধবর্চ
যৎ ॥

কঠোপনিষৎ ও বালী ১৫ ঋতিঃ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই তিনি
হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হইলেন ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ।

ছান্দোগ্য ঋতিঃ ।

নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হইলেন ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত ও অধ্যায় ও পাদ ১৪ সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ
প্রতিপাদক ঋতির সর্বথা প্রাধান্য হয়।

প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রহ্ম
জ্ঞানিরা করিবেন না ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর ঋতিঃ ॥

সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই।

সযোহন্যমান্ননঃ প্রিয়ং বুবাণং ক্রবাৎ প্রিযং রোৎ-
ম্যাতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় বরিয়া
বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে
প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধি-
কার আছে; বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

যে স্থলে সোপাধি উপাসনার বিধান আছে
তাহাকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন ।

দ্বৈ বিদ্যো বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্বুক্তবিদোব-
দন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদোষজুর্বেদঃ
সামবেদোহথর্ষবেদঃ শিক্ষা কণ্ঠ্যাব্যাকরণং নি-
রুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যযাতদক্ষর-
মধিগম্যতে যন্তদদেদুশ্যমগ্রাহ্যমিত্যাদি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ খণ্ড ৪ শ্রুতিঃ ॥

বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে। ব্রহ্ম জানিরা কহেন
এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে
ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ষবেদ শিক্ষা কণ্ঠ্য ব্যাকরণ
নিরুক্ত ছন্দঃ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা
হয়, আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষয়
অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা
যায়।

শ্রেয়শ্চ প্রেযশ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বি-
বিনক্তি ধীরঃ । শ্রেযোহি ধীরোভিপ্রেযসোবৃণীতে
প্রেযোমন্দোযোগক্ষেমাদৃণীতে ॥

কঠোপনিষৎ ২ বল্লী ॥

শ্রেয়ঃ আর প্রেযঃ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হযেন, এই দুই-
কে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা
ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্বক
শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নি-
মিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥

তস্মাদিত্যাদিকং কৰ্ম লোকবন্ধনকারণং । মো-
ক্ষম্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরী ॥

কুলার্ণবঃ ১ উল্লাসঃ ॥

অন্তএব এ সকল কৰ্ম লোক বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু
হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে ॥

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ । ব্রহ্ম-
জ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥

মহানির্ঝাণতত্ত্বং ॥

যাঁহার। আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন
কিন্তু যাঁহার। যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট ক-
রেন তাঁহার। যদি ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে বিমুখ হযেন তবে কি
নিষ্কৃতি পাইতে পারেন ; অর্থাৎ তাঁহারদিগের কদা
পি নিষ্কৃতি হয় না ॥

গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের বিশেষ ধর্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যা-ইয়া জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন।

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ
কর্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে
স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্মিকান্ বিদধদাঅনি সর্কেন্দ্রি-
য়াণি সৎপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন সর্কভূতান্যান্যত্র তী-
র্থেভ্যঃ সখলেবৎ বর্হয়ন্ যাবদায়ুষৎ ব্রহ্মলোকম-
ভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্হতে ন চ পুনরাবর্হতে ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ॥

গুরু শ্রদ্ধা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়ম পূর্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক, এবং পর-মাভ্যতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেকে হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম করিয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি পূর্বক পর ব্রহ্মে-তে লীন হয় তাহার পুনর্কীর জন্ম হয় না।

শৌনকোহ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপস;

নঃ পপ্রচ্ছ কিস্মিন্ন ভগবোবিজ্ঞাতে সর্কসিদ্ং বি-
জ্ঞাতং ভবতীতি ॥

মুক্তকোপনিষৎ ১ খণ্ড ২শ্রুতিঃ ॥

মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে
অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধি পূর্বক গমন করিয়া
প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান্ সকলকে
জানা যায়।

এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অ-
নেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন, যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ
গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন,
এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবযা। উপ-
দেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্তদর্শিনঃ ॥

গীতা ৪ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক

হে অর্জুন সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকটে যাই-
য়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই ত-
ত্তদর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ
করিবেন।

ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন যে ব্য-
ক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সা-

ধন চতুর্ফয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব
জন্মে অবশ্যই হইয়াছে ।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ ॥

বেদান্ত ৩অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্রং ॥

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুর্ফ-
য়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়
আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যে
হেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বায়দেবের জ্ঞান
উন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুর্ফয় পূর্বজন্ম
ব্যতিরেকে ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে ।

জ্ঞান দাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখি-
বেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা
আদৌ জানা কর্তব্য হয় যেহেতু প্রথমতঃ
স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা
হয় ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছৎ স মিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ।

মুক্তকোপনিষৎ ১ খণ্ড ১২ শ্রুতিঃ॥

জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধি
পূর্বক বেদজাতা ব্রহ্মজানি গুরুর নিকটে যাইবেক ।

এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্ৰেই গুরু কি রূপ

হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনো-
যোগ করিবেন ।

অথ গুম্ভালাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । তৎ

পদং দর্শিতং যেন তন্মৈ ত্রীশ্বরবে নমঃ ॥

বিভাগ রহিত চরাচর ব্যাপী যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি
উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি ॥

কিন্তু চরাচরের একদেশস্থ আকাশের অ-
ন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁ-
হাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না ইহা কেন না বি-
বেচনা করেন ?

গুরবোবহবঃ সস্তি শিষ্যাবিস্তাপহারকাঃ । দুর্লভঃ

সদগুরুর্দেবি শিষ্যসম্ভাপহারকঃ ॥

তত্রং ॥

শিষ্যের বিহকে হরণ করেন এমন গুরু অনেক আ-
ছেন কিন্তু এমন গুরু দুর্লভ যিনি শিষ্যের সম্ভাপ অ-
র্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন ।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তির জ্ঞান সাধনের স-
ময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌ-
কিক তাবৎ ব্যাপারকে যথা বিহিত নিষ্পন্ন
করিবেন । গুরুলোকের তুষ্টি এবং আশ্র

রক্ষা ও পরোপকার যথা সাধ্য করিবেন। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমত যত্ন সর্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সজ্জপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বহির্ক্যাপারসংরন্তোহদি সংকল্পবর্জিতঃ।

কর্তা বহিরকর্তাস্তুরেবংবিহর রাঘব ॥

যোগবাশিষ্ঠ্যঃ ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্প বর্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্বাহ কর।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভট্টাচার্য্যের সহিত বি- চারের চূর্ণক

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাণ্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সজ্জেকপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ক হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি

বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে “ অশ্বচিকিৎসা ” “ গোপের স্বশুরালয় গমন ” “ ইতোভ্রম্মস্ততোনর্মটঃ ” “ চালে কলতি কুস্মাগুং ” “ হাটারি বাজারি কথা নয় ” “ রোজা নমাজ ” ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ভাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিক্রপ দুর্ভাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সঙ্ক্ষেপ চন্দ্রিকা এই রূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হইতেন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে

শুনা যায় বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু এ বেদান্তচন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাকেই অপ্রামাণ্য করিবেন ।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিক্রপ দুর্ষাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ষাক্য কখন সর্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ষাক্য কখন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ষাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম ।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে । পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলাতে প্রথমতঃ সকল বেদকে

তুচ্ছ করা হয় । তাহার কারণ এই । বেদান্ত
সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন ।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নিগূর্ণ
প্রতিপাদক শ্রুতির সৰ্ব্বথা প্রাধান্য হয় ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন ॥

আহ হি তন্মাত্রং ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৬ সূত্রং ॥

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি ॥

কঠোপনিষৎ ৩ ব্রহ্মী ১৫ শ্রুতিঃ ॥

সবাহাভ্যন্তরোহজঃ ।

মুক্তকোপনিষৎ ১খণ্ড ২ শ্রুতিঃ ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি
অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার
কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির
অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধি

বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে
 ব্রহ্ম নহে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলব-
 কার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের
 অবতরণিকাতে স্পর্শই কহিয়াছেন যে লোক
 প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি
 ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র
 হইল। ব্রহ্ম রূপ বিশিষ্ট কদাপি নহেন
 ইহাতে বেদের এবং বেদান্ত সূত্রের কিঞ্চিৎ
 কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই,
 ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের
 বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে
 প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁহার লিপির স্থানে
 স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট
 কহা সর্বথা বেদ সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ,
 কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি
 প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার
 হয় তথাপি আকাশের মধ্য গত হইয়া
 পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্যই

হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব ব্যাপী হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব শক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই, জগতের সৃষ্টিাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব শক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্তি হইতে পারেন না; যেহেতু সমূর্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির

ব্যাপ্য ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম সকল
তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। কি রূপে
এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভে-
র নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য
মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে
আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন? ইহা হই-
তে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে
ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে পর যে
বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে
বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন
যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে
চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া ক-
হেন?

ইন্দ্রিযাণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিযেষভ্যঃ পরং মনঃ।

মননস্তপরাবুদ্ধিবুদ্ধেযঃ পরতস্তমঃ ॥

গীতা ৩ অধ্যায় ৪২ শ্লোকঃ ॥

অতএব পূর্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্র-
মাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত

অনুমাণেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা ক-
হিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর
দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে
সে কেন গ্রাহ্য করিবেক ?

বেদান্ত চন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন
যে স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্তিতেই কর্তব্য।
এ সর্বথা বেদান্ত বিরুদ্ধ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ
হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে
সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত
নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি
গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকা-
রের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পর-
ব্রহ্ম বিশেষ রহিত অনির্বিচলীয় হয়েন। বা-
জায় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাহার স্বরূপ জানা
যায় না কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের
নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্তা
ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবাইমানি ভূতানি জাযন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত-
দ্বুদ্ধেতি ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বল্লী ॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মি
য়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব
যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম
হয়েন ॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের
দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিকপণ
করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ
কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে । ব-
স্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে
কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয়
নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ
কহা যায় না ।

যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বল্লী ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবৃত্ত
হয়েন ॥

দর্শয়তি চাথোহপি চ স্মর্যতে ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৭ সূত্র ৯ ॥

ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন ইহা অর্থ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন ॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্বদা নির্বিশেষ দ্বিতীয় শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয় ।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাংক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান । উত্তর । দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহিমুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্র-

ক্লেবর উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্ত্বাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপময় জগৎ অনিত্য জন্যমিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্তব্য এইমত বেদান্ত সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞান রূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসুৰ্য্যানাম তে লোকাঙ্কেন তমসাবৃত্তাঃ। তাংস্তে

প্ৰেত্যান্ভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

ঈশোপনিষৎ শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের লোককে অসুৰ্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে এই সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সংকর্মা অসৎ কর্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনশিঃ॥

তলবকার শ্রুতিঃ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়।

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বা অরে দুর্ভব্যাঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যানিদি-
ধ্যামিতব্যঃ।

শ্রুতিঃ।

আত্মোপাসিত ॥

শ্রুতিঃ ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র° ॥

ইত্যাदि বেদে ও বেদান্ত সূত্রে আত্মার
শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি।
এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং
লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির
অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী
হইতে হয় ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জা-
নেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা
যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা
মুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না, যে কা-

পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনে-
তে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্মাণ পূর্বক
সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্যোগ
করিতে এবং তাহার জন্মদি তিথিতে ও
বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার
প্রতিমূর্ত্তি কপনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করা-
ইতে হয় ।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায়
স্পর্শ কোথায় বা অস্পর্শ রূপে প্রায় এই
লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম
জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের
উৎপত্তির পরেও সর্বথা কর্তব্য হয় ।
যদিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার
কর্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বি-
শেষ করিয়া লেখা আবশ্যিক যে বর্ণাশ্রমা-
চার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয় ।

অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬

সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ
আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের
অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন হয় না?
পরে সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন
যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন
হয়। বৈকু প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনু-
ষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন।

ইতি হ্যসি তুল্যন্ত দর্শনং ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ২ সূত্রং ॥

যেমন কোন কোন জানি কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অ-
নুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জানি কর্ম ত্যাগ
পূর্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে
সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তা-
হার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে “ যদি বল আমি
তাঁদৃশ বটি তবে তুমি যাহারদিগকে স্বীয়
আচরণ করণে প্রবর্তাইতেছ, তাহারাও সক-

লে কি বামদেব কপিলাদির ন্যায় মাতৃ গর্ভ
 হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্
 হইয়াছে?" ইহার উত্তর, পূর্ব পূর্ব
 যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের
 দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যেকপ সংকল্পান্বিত
 তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু,
 তাহাতে যেকপ কর্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন
 তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি
 ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের
 ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব
 অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে
 একপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ব
 আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত
 করিতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও
 ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বা-
 জসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সং-
 ক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহা-
 র দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন,

যাহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তিনি তাহাতে
 শ্রদ্ধা করেন, আর যাহারা সুবোধ হইলেন তাঁ-
 হারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ
 ছইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লইলেন, আর
 ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-
 কার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের
 প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র
 বলে কাষ্ঠ পাষণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করি-
 তেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সা-
 ক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহারদিগের কোন
 আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আ-
 মারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে “ তবে ঈশ্বরাদি শরী-
 রের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদ্ভেদে শাস্ত্র
 বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক পীঠা
 ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয়?
 আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গা-
 রুড়ী মন্ত্র শক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র

ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না?" উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহা ছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অম্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারা ই সুতরাং গ্রন্থকর্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহারদিগেরই চিত্ত স্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাণ্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর লেখেন যে “ শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মূৎপাষণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি

কেন না কর? ইহা আমারদিগের বোধ গম্য
হয় না।” ইহার উত্তর।

কাষ্ঠলোফেষু মূর্খানাং ।

প্রতিমাম্পূবুদ্ধীনাং ॥

শাতাতপবচনং ॥

অর্চাযাং দেবচক্ষুযাং ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ॥

ইত্যাदि প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে
দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির
নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য
এবং তাদৃশ লোক সকল যে ঐ সকল বিধি সর্ব
সাধারণকে প্রেরণ করেন সে সকল কেবল
আপনারদিগের লাভের কারণ। ব্রহ্ম জিজ্ঞা-
সা যাঁহারদিগের হইয়াছে তাঁহারদিগের প্র-
তিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার
আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যিকতা
থাকে না।

ঘোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহমাবন্যোহমস্মী-

তি ন সবদ যথা পশুরেব সদেবানাং ।

ঋতিঃ ॥

যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর
কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপা-
সক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশু মাত্র হয় ॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পর-
স্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য
পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞা-
নোপদেশ করিয়া থাকেন । ইহার বিশেষ
বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে
পাইবেন ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ প্রাচীন যবনাদি
শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি
কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধি-
ক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে ।” উত্তর, ভট্টাচা-
র্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বু-
দ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়
এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এ
দেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বু-
দ্ধিমত্তা নাই একারণ এই সকল কাণ্পনিক উ-
পাসনা ধিক্কৃত হয় নাই । শাস্ত্রেতেও পুনঃ

পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃ স্থিরের
নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে ।

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ষতে ।

স্থূলেন নিশ্চলং চেতোভবেৎ সূক্ষ্মপি নিশ্চলং ॥

কুলার্ণবঃ ॥

কোন কোন ব্যক্তি মনঃ স্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ
মূর্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত
স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে ॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর
যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও
রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্তৃত্বে নিষ্ঠা রাখিবার
সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্য সাকা-
রের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে ।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি । সৰ্ব্বতে-

জোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥

কুলার্ণবঃ ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সৰ্ব্ব ভোজোময়
সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেন ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন “ যদি বল ফলাভাব
প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি তবে
হে ফলার্থী জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা

কেন কহ ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে ? ” উত্তর, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মজ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় একপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বুথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বুথা কহা যায়। এস্থলে ও সেইরূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বুথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে “ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা ? ” উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে

যতকে আপন বিষয়ে বুঝা জানিয়া থাকে ।

“ তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ঝাঁহ হয় না?” এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কৰ্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদিগের রাজসংক্রান্ত কৰ্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিন পাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগেরও উত্তর হইবেক । যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজসংক্রান্ত কৰ্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন “ যদি বল আমরা দেবতান্নাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি? শিরোনাস্তি শি-

রোব্যাখা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র
 দৃষ্টি দ্বারা তাঁহারই নানা মূর্তি প্রতিমাতে
 মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।”
 উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার
 মূর্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য
 তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ
 পূর্বে লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়ো-
 জন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে “ স্বাত্মা-
 র (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুবিংশতি তত্ত্ব
 সর্কানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারও
 তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবা-
 ত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার
 ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃত
 বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি ?”
 উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনী-
 শ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঐশ্বর
 কহিয়া পুনর্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের

স্বরূপ গত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের মুখছুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও মুখছুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

আর লেখেন “ যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃত্ত পাবাণাদি নির্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।” উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাবাণাদি নির্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি

কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর
কহি না। তবে লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুই-
য়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভো-
জনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পা-
ষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আ-
মোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্বার আশঙ্কা করেন যে
‘ যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অ-
চেতন পিণ্ড মানি না।’ উত্তর, উপাধি
অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুর-
ই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় সুতরাং
উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে
নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্য-
বহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতি
কে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদি দ্বারা গৃহ
কর্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে
ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা
পুত্তলিকাদি দির্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য

এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড ও অচেতন পিণ্ড-
কে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা
সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন “ মীমাংসক মত সিদ্ধ অ-
চেতন মন্ত্রময় দেবতান্নাই না মান বেদান্ত
মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশি-
ষ্ট দেবতা কেন না মান ? ” উত্তর, বেদা-
ন্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে
সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ
স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ
বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর
করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি
ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেইরূপ
দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

তদুপর্যাপি বাদরাষণঃ সম্ভবাৎ ॥

বেদান্ত ১ অধ্যায় ৩ পাদ ২৬ সূত্র ৯ ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যা-
র অধিকার আছে বাদরাষণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরা-
গ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে

সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভার-
তাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে ।

আর লেখেন যে “ যদি বল আমি তাহা
অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই
রূপ করিয়া থাকে আমিও তদৃষ্টি ক্রমে
করি ।” উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লা-
ভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আ-
ত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া
এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তা-
হার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অ-
ভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব শাস্ত্র সম্মত
পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচা-
র্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই ।
সুবোধ লোক এ ছয়েরই বিবেচনা করিবেন ।

আর লেখেন যে “ অন্য ধন ব্যয় আয়া-
স সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্মান্তিক
ব্যথা নিবৃত্তি করিও । সম্প্রতি কেন এক দিক্

আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও ? ”
উত্তর, যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে
অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত
দেখিলে অবশ্যই মর্মান্তিক ব্যথা পায় এবং
ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার
চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর
কেবল জীবিকা এবং সম্মানসে অবশ্যই প্র-
তারণার যে ভঙ্গক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি-
বেক । আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় ক-
রিয়াই আছি । আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য
পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক
পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামা-
ঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না ।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তা-
ৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার প্রমাণ প্রথ-
মতঃ প্রবল শাস্ত্র । দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার
প্রণীত শিঙ্গপ শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্মাণের
উপদেশ । তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে

প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ । চতুর্থতঃ শিষ্টা-
চার সিদ্ধ । পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা
প্রসিদ্ধ ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখি-
য়াছেন তাহার বিবরণ এই, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে
নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি
দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অ-
ঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দে-
বতা এবং তাহারদিগের প্রতিমা পূজার
বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হই-
য়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানা বিধ পশু যেমন
গো শূগাল প্রভৃতি এবং নানা বিধ পক্ষি যেমন
শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানা বিধ স্থা-
বর যেমন অশ্বখ বট বিলু তুলসী প্রভৃতি
যাহা সর্বদা দৃষ্টি গোচরে এবং ব্যবহারে
আইসে তাহারদিগেরও পূজার নিমিত্ত
অধিকার বিশেষে বিধি আছে । যে যাহার
অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিণেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমা-দি পূজার অধিকার হয় ।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার নির্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন ।

উত্তমা সহস্রাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা । জপহৃতিঃ
ন্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা ॥

কুলার্ণবঃ ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি ॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুশ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর । যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারী তাহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারী অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানা বিধ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে ।

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতোপ্যানেন যদ্বর্ণিতং ।
 স্তুত্যানির্কচনীযতাংখিলগুরো দুরীকৃত্য যদ্বাষা ॥
 ব্যাপিস্ত্রঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযদ্বীর্থযাত্রাদিনা ।
 ক্লান্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥

রূপ বিবর্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি
যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্কচনীয়া
তাহাকে স্ততিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর
তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্বব্যাপকজের যে ব্যাঘাত
করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন
অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচার সিদ্ধ যে
লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল
লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক
হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূ-
জার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসা-
ধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতি-
মার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা
তিথি মাহাত্ম্যে ও নানা বিধ লীলার উপ-
লক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্বত্র
বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাহা-
রও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও
নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্র-
সঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত

থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা
পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়া-
ছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি
অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই
করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পর-
মার্থ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।
পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পরা সিদ্ধ
হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর, ভ্রম বশ-
তই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক
বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন
মত কতক লোকের একবার গ্রাহ হইয়া-
ছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের
নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের
পরে হয়। সেইরূপ প্রতিমা পূজা প্রথ-
মতঃ কতক লোকের গ্রাহ হইয়া পরম্পরা
চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও
কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আ-
সিতেছে। সুবোধ নিকোষ সর্বকালে হ-

হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনু-
ষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও
আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্বকা-
লে প্রতিমা প্রচারের যে অগ্ণতা ছিল ই-
হার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন
সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে
কোন স্থানের চতুর্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রো-
শের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি
তাহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে
ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ
প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় উনিশ ভাগ
একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞা-
নের ক্রটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পর-
মার্থ সাধন বিধি মতে না হইয়া লৌকিক
লেখার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই

যে যে কোন বস্তুর উপাসনা হয়, আর রূপ
গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা
করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ
সুবর্ণাদি নির্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপা-
সনা হয় না এনত যে কহে সে প্রলাপ ভা-
ষণ করে। ইহার উত্তর আমরা বাজ-
সনেরসংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়া-
ছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপা-
সনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা
দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন
আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ
স্থলে জানা কর্তব্য যে পরমাত্মার শ্রবণ
মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ
ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মু-
ক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায়
ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তমেব বিদিজ্যাহতিযুতুয়েতি নানাঃ পন্থা বিদ্যাতে

ইযনায়।

শ্রুতিঃ ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উদ্ধীর্ণ হয় মুক্তি
প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥

শ্রুতিঃ ॥

ভিন্ন জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহু-
নাং যোবিদধাতি কামান্ । তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি
ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শান্তী নেতরেষাং ॥

কঠ ৫ ব্রহ্মী ১৩ শ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ
ইচ্ছতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি
সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয়
শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল
তাঁহারদিগেরই নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ উপাসনা পর-
ম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার
পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌ-
কিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া
বুঝ ।” ইহার উত্তর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি
লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আ-
লোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয়

আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের
 প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মা-
 ত্রেয় স্মৃতি থাকে তাহাকেই আত্ম সাক্ষাৎ
 কার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর
 এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পুর-
 মাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পর-
 ম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে উপাসনাই
 হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের
 সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে
 হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন
 যেহেতু তাঁহারা শরীরি সুতরাং তাঁহার-
 দিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্তব্য কিন্তু
 অশরীরি আকাশের ন্যায় ব্যাপক সঙ্গ্রহ
 পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়ার
 শাস্ত্র এবং যুক্তির সৰ্ব্বথা বিরোধ হয়।
 তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐ-
 হিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন ;
 যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজা-

দিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজাদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচদিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজাদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে “ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।” উত্তর। পরব্রহ্ম সর্ব ব্যাপী যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল

তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া
দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কর্তৃ সাধ্য
এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহা-
তে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি
বল দূরস্থ দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর
জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই
যদ্যপি ঐ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরা-
ধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব
বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমাতর আধিক্য
আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের
পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি
শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য
হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্য-
ক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্বতোভাবে
কর্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার
বিশেষ বোধধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা
নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য
কাণ্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর

যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ
মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে
সর্বত্র মানিতে হয় ।

এবঙ্গুনানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি
হিতার্থায় ভক্তানাংম্পপমেধমাৎ ॥

মহানির্কাণৎ ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকাররূপ অম্পবুদ্ধি
ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদৎ মহাস্ত্রং শরং ছুপাসানি-
শিতং সন্ধবীত । আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতমা লক্ষ্যং
তদেবাকুরং সৌম্য বিদ্ধি ॥

২ যুগক ২ খণ্ড ৩ ক্রতিঃ ॥

সর্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া
প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ
ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূ-
প ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর ।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং ॥

তলবকারোপনিষৎ ১৩ ক্রতিঃ ॥

সর্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হইবেন এই প্রকারে
ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্তব্য হয় ॥

ভট্টাচার্য্য আর লেখেন তাহার তাৎপ-
র্য্য এই যে “যদি সর্বত্র ব্রহ্ম ময় স্কৃতি না

হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্টি এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয়, আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থ রূপে না জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়? ” ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আপনার বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাণ্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রম নাশ হই-

লেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে
 পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁ-
 হার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন ত-
 খন তথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর
 যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপা-
 স্কর্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পা-
 রেন।

আর লেখেন “ যেমন কোন মহারাজ
 আত্মরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে
 সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করে-
 ন সেই রূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে
 আত্ম স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা
 করেন।” উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে
 কি আত্ম স্বরূপ পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর
 স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্বত্র প্রকাশ পাইতে
 ছেন।

ব্রহ্মবেদমমৃতং পুরাত্নদ্বন্দ্ব পশ্চাদ্বন্দ্ব দক্ষিণতশ্চো-
 স্তরেণ।

এই যে অস্মৃত ব্রহ্ম ইনি অগ্রে ইনি পশ্চাতে ইনি দক্ষিণে ইনি উত্তরে ॥

বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে উপদেশ করেন । তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন, যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্বাচনীয় হয়, তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত রূপে কখন যোগ্য হয়েন না ।

অথাৎ আদেশোনেতি নেতি নহ্যেতন্মাদিতি নে-
ত্যান্যৎ পরমস্ত্যর্থ নামধেয়ৎ সত্যস্য সত্যমিতি
প্রাণাবে সত্যং তেষামেষমত্যং ॥

বৃহদারণ্যকশ্ৰুতিঃ ॥

নানা প্রকার উপায়কে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদ ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না ।

কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দেশ নাই প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হইবেন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥

তলবকারোপনিষৎ ১২ শ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্ম জ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ যদি মন্দির ম-
 স্জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে
 কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈ-
 শ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ
 মূর্ত্তিকা পাষণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উ-
 পাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?”
 উত্তর, মস্জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা
 আর স্বর্ণমূর্ত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপা-
 সনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন
 সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্জিদ গিরিজাতে
 যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা
 ঐ মস্জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু
 স্বর্ণ মূর্ত্তিকা পাষণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপা-
 সনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন
 এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন
 এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র
 দেন তাঁহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন
 করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধ-

শ্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

ষট্ৰেকাগুতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্রং ॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, ভীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই ॥

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা মূলভ তাহাই কর্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও

(৯১)

দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার
অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃ-
সাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্ত-
ব্য হয়।

